বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

শহীদ জিয়া অমর হোক

ডাকসুতে

বাংলাদেশ
জাতীয়তাবাদী
ছাত্রদল মনোনীত

মিলন - নজরুল

পরিষদে

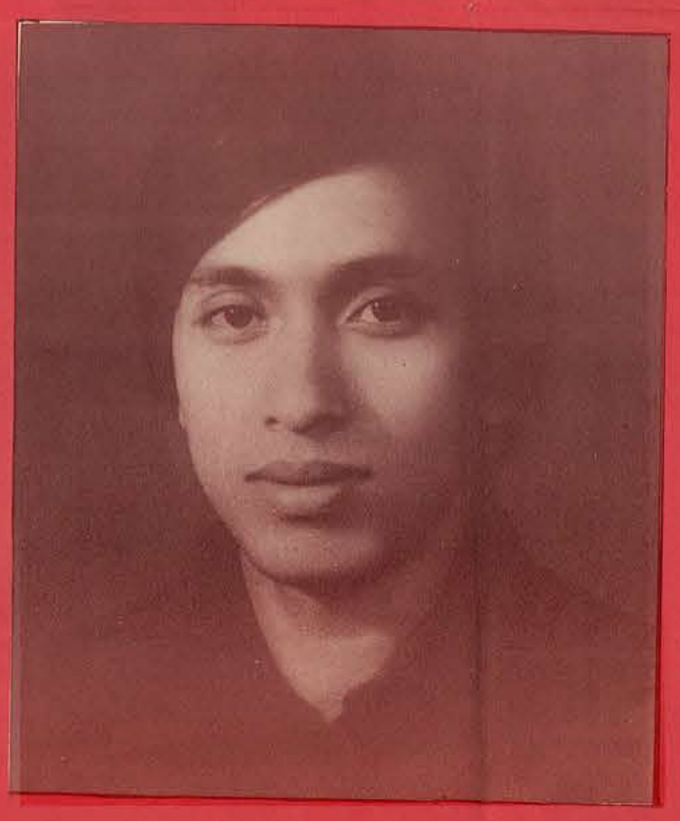

সমাজসেবা
সম্পাদক পদে

গোলাম মাওলা মানিক
কে

ভোট দিন

গতকাল মংগলবার সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগ (কাদের-চুন্নু) সদস্যরা লাঠিসোটা সজ্জিত হয়ে ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারুজ্জামান নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয় মিছিল আক্রমণের জন্যে রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের মাঝপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে

—দেশ

ডাকসু নির্বাচন

মান্না-আখতার পুনঃনির্বাচিত

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা করা হয়েছে। ডাকসুর সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আ, ফ, ম, মাহমুদুর রহমান মান্না এবং জনাব আখতারুজ্জামান। ১৯টি পদের মধ্যে ১৩টি পেয়েছে ছাত্রলীগ (কাদের-চুন্নু) বাকী ৬টি পেয়েছে ছাত্রশিবির (মান্না আখতার) প্রার্থীরা।

সহ-সভাপতি পদে জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না (নির্বাচিত) পেয়েছেন ৪ হাজার ৪ শত ৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব ওবায়দুল কাদের পেয়েছেন ২ হাজার ৫ শত ৬৫ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে জনাব আখতারুজ্জামান (নির্বাচিত) মোট ৩ হাজার একশত ৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব বাহারুল মজনুন চুন্নু পেয়েছেন ৩ হাজার ২৩ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু (ছাত্রলীগ, মান্না আখতার)। তিনি ২ হাজার ৬ শত ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ হাবিবুর রহমান (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু) পেয়েছেন মোট ২ হাজার ৫ শত ১০ ভোট।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১৬ হাজার আট শত। ভোট দিয়েছেন মোট ১০ হাজার ৩ শত ১৩ জন ভোটার। ভোটদানের শতকরা হার ছিল ৬১ দশমিক ০৪ জন। গতবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৩ শত। ভোট দিয়েছিলেন ৮ হাজার ৩ শত ৫৯ জন। শতকরা হার ছিল মাত্র ৪৭.২৩ জন।

ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন: সহ-সভাপতি— জনাব আঃ ফ ম, মাহমুদুর রহমান মান্না (ছাত্রলীগ মান্না আখতার) সাধারণ সম্পাদক— জনাব আখতারুজ্জামান (ছাত্রলীগ-মান্না আখতার) সহ-সাধারণ সম্পাদক— মোঃ মনজুরুল ইসলাম (মঞ্জু) (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) সম্পাদক, মিলনায়তন- মাহমুদুর কাদের কোরাইশী মঞ্জু (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদক, বিজ্ঞান মিলনায়তন— মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদিকা, ছাত্রী মিলনায়তন জেসমিন খানম (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু সম্পাদক সমাজসেবা — কাজী এ, টি, এম, আনিসুর রহমান (বুলবুল) (ছাত্রলীগ— মান্না-আখতার) সাহিত্য সম্পাদক, আলী ওয়াজেদ জাফর (জাফর ওয়াজেদ) (ছাত্রলীগ, (কাদের-চুন্নু), ক্রীড়া সম্পাদক— বাদল কুমার রায় (ছোট বাদল) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) সম্পাদক, সামাজিক আপ্যায়ণ— এ, এম, এম, মহিউজ্জামান চৌধুরী (মহুনা), (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) ৯টি সদস্য পদঃ জনাব , আ, ফ, ম, মোস্তফা কামাল (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) মোঃ শাহজাহান সাজু (ছাত্রলীগ মান্না-আখতার) জনাব ইউসুফ খান পাঠান (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু), এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান (বাবলু), (ছাত্রলীগ কাদের-চুন্নু), অসীম কুমার উকিল (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) এম, হুমায়ুন মাহমুদ (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু), জনাব আমীর হোসেন (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু)। জনাব মনজুরুল হক সরকার (মনজু) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু) এবং মোঃ মিজানুর রহমান (মিজান) (ছাত্রলীগ, কাদের-চুন্নু)।

পবিত্র আশুরা

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়া অন্য হোসেনী দালান ইমামবাড়া মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ, পুরানা পল্টন ও মীরপুরে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আশুরা উপলক্ষে আজ আজিমপুরে মেলা বসবে।

এই দিন সরকারী ছুটির দিন। দেশের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের অফিস আজ বন্ধ থাকবে।

ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জনাব আখতারুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিজয়ী দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশিত হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে গতকাল সকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দু'টি দল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খবর বাসসর।

ডাকসুর পুনর্নির্বাচিত সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিজয় মিছিল সূর্যসেন হলের সম্মুখে আসলে ছাত্রলীগ (কাদের-চুন্নু) কর্মীদের সাথে তাদের এক সংঘর্ষ বাঁধে।

সংঘর্ষ দ্রুত কলাভবন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্ররা লাঠি ও ইট নিয়ে পরস্পরের প্রতি হামলা চালায়।

উভয় দলেরই কয়েকজন ছাত্র সামান্য আহত হয়। তবে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করার খবর পাওয়া যায়নি।

২২টি আসন পেয়েছে

(প্রথম পাতার পর)

হল ছাত্র সংসদ : শিক্ষা জীবনের কৃতি ও সফল ছাত্র জনাব ফয়েজউল্লা ১৯৭৯ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অনার্স পাশ করেন। জনাব ফয়েজ প্রেসিডেন্ট জিয়ার উৎপাদনমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ছাত্রদলে যোগদান করেন। তিনি শহীদুল্লাহ হলের প্রাক্তন আহবায়ক। বর্তমানে তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞানের এম এস সি শেষ পর্বের ছাত্র।

জনাব ফয়েজ আশা প্রকাশ করেন যে, ছাত্রদল অদূর ভবিষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র সংগঠনে রূপলাভ করবে। দেশ-প্রেম, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনগণের সেবার আদর্শ নিয়ে আমরা ছাত্র সমাজকে জয় করতে পারবো বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আ ন ম এহসানুল হক (মিলন) সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ : প্রতিশ্রুতিশীল ক্রীড়ামোদী জনাব মিলন একজন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে বেশ পরিচিত। তার চেষ্টায় ফজলুল হক হলে একটি ব্যায়ামাগার নির্মিত হয়। বর্তমানে তিনি তৃতীয় বর্ষ বি এস সি (সম্মান) রসায়ন বিভাগের ছাত্র। জনাব মিলন বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের বিজয় আমাদের রাজনীতির সঠিকতাই প্রমাণ করে। আমরা ছাত্রদের সমস্যার সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেব। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

মিস সেলিমা আখতার সাধারণ সম্পাদিকা, রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ : তিনি গত বছরও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মনোনয়ন পেয়ে জি এস পদে রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদ নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি হলের বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের এই বিজয় হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিজয়, একটি স্বাধীন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতার বিজয়।

মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ

জনাব গোলাম মাওলা (মানিক) সহ-সভাপতি, কবি জসিমউদ্দিন হল ছাত্র সংসদ

জনাব আ ন ম এহসানুল হক (মিলন) সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ

রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মিস সেলিমা আখতার

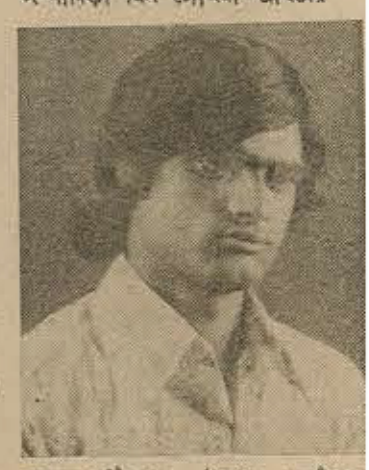

জনাব জাকিরুল ইসলাম (জাকির) সাধারণ সম্পাদক, মহসিন হল ছাত্র সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন হলে ছাত্রদল ২২টি আসন পেয়েছে

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গত সোমবার অনুষ্ঠিত হল সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিভিন্ন হলের ৩টি সহ-সভাপতি পদ এবং ২টি সাধারণ সম্পাদক পদসহ মোট ২২টি আসন লাভ করেছে।

জন্মের দু'বছরের মধ্যে একটি ছাত্র সংগঠনের এই বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের নির্বাচনেও ছাত্রদল প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কবি জসিমউদ্দিন হল এবং রোকেয়া হল সহ কয়েকটি আসন লাভ করে। এবারের নির্বাচনে ছাত্রদল থেকে বিজয়ী ৩ জন সহ-সভাপতি এবং দু'টি সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

জনাব গোলাম মাওলা মানিক : সহ-সভাপতি কবি জসিমউদ্দিন হল ছাত্রদলের জন্মের প্রথম বছরই (১৯৭৯) তিনি হল সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পর তিনি হল সংসদের কার্যকরী সহ-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি হল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতার সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

এক সাক্ষাৎকারে জনাব মানিক তার এই বিজয়কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উৎপাদনমুখী রাজনীতিরই ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করেন।

জনাব জাকিরুল ইসলাম (জাকির) সাধারণ সম্পাদক, মহসিন হল ছাত্র সংসদ : মুক্তিযোদ্ধা জনাব জাকিরুল ইসলাম জাকির অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সম্মান পরীক্ষার্থী।

জনাব জাকির বলেন, হলের ছাত্রদের সমস্যাবলী সমাধানে এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে আমি বিশেষভাবে তৎপর হবো। মোঃ ফয়েজউল্লাহ (ফয়েজ) সহ-সভাপতি : শহীদুল্লাহ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন)

ডাকসুতে সমাজসেবা সম্পাদক পদে **গোলাম মাওলা মানিক** কে ভোট দিন

1982

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

MAY

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

JULY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

গোলাম মাওলা মানিক
সমাজ সেবা সম্পাদক
ব্যালট নং ৮

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- কবি জসিম উদ্দীন হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সদস্য পরে কার্যকরী সহ-সভাপতি ১৯৭৯।
- ১৯৮০ সালে নির্বাচিত সহ সভাপতি।
- প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীন লিভ ক্লাব।
- পরিচালক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শীলা সংসদ।
- ১৯৮০ সনের মে মাসে U.A.E. সরকারের আমন্ত্রনে ছাত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে দুবাই. আবুধাবী. আজমান. সারজা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে ভ্রমন।
- বহু উন্নয়নমূলক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

ডাকসুতে **মিলন-নজরুল** পরিষদে ভোট দিন

* পরিচয়পত্র সাথে আনবেন।
* সকাল ৮টা থেকে ২টার মধ্যে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু ও শেষ হবে।
* প্রার্থীর ডান পার্শ্বে 'X' চিহ্ন দিন।

আবুল কাশেম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ডাকসু নির্বাচন পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সম্পাদনায়ঃ এন, এম, মুজাহিদ আলী সন্টু, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদ।

ডাকসু নির্বাচন

মিলন—নজরুল

পরিষদের পরিচিতি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল
কেন্দ্রীয় সংসদ

সাথী ভাই-বোনেরা,

আমরা অতীতের ডাকসু নির্বাচনগুলোতে যেমনি পূর্ণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করেছি। ঠিক তেমনি ভাবে এবারও সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিচ্ছি। আমরা ডাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছি আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা নিয়ে। পূর্ণ প্যানেলে আমাদের বলিষ্ঠ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস অতীত ও বর্তমান বিবেচনা করে আপনারা আমাদের পক্ষে মত প্রকাশ করবেন।

ধন্যবাদান্তে—

আবুল কাসেম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
ডাকসু নির্বাচন পরিচালনা কমিটি,
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

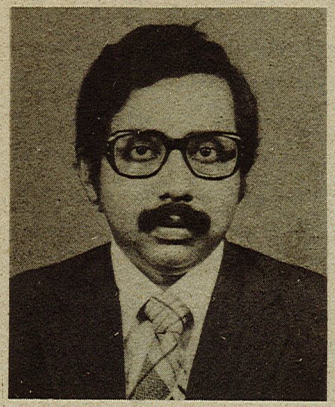

গোলাম সারোয়ার মিলন

সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—১১

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগণ যখন কুয়াশাছন্ন মেঘে ঘূর্ণিবার্তায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে চলেছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পবিত্র ভূমির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব হুমকীর সম্মুখীন করে তুলেছে এমনি এক আবহাওয়ায় ষাটের দশকের প্রথম দিকে জনাব গোলাম সারোয়ার মিলন ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন।

মিলন ভাই ১৯৭১ সনে ঢাকার আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দু'টি বিষয়ে লেটার সহ প্রথম বিভাগে এস, এস, সি, পাশ করেন। রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল থেকে কলেজ জীবন শুরু এবং ১৯৭৩ সনে প্রথম বিভাগে এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

গোলাম সারোয়ার মিলন স্কুল জীবন থেকেই রাজনৈতিক সংগঠনের সংগে সম্পৃক্ত। আইয়ুব আমলে ''দেশ ও কৃষ্টি'' বই বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। '৬৯ সনে ব্যাপক ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে জনাব মিলন একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। '৭১এ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হলে শেখ মুজিবের ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সনে জাতীয় ছাত্রদলে যোগ দেন। পরে জাতীয় ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর জাতীয় ছাত্রদলের জাতীয় কাউন্সিলে তিনি কেন্দ্রীয় সংসদের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই বছর পে-স্কেল বিরোধী আন্দোলনে বিজ্ঞান ভবনের ছাত্রদের নেতৃত্বভার গ্রহন করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হলে জনাব মিলন দলীয় সিদ্ধান্তক্রমে ফ্রন্টে যোগ দেন। ফ্রন্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে সংগঠিত হলে এই সংগঠনের ছাত্র ফ্রন্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন। '৭৯ সনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কনভেনশনে তিনি সিনিয়ার সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। '৮০তে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন হলে গোলাম সারোয়ার মিলন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি এ সংগঠনের নির্বাচিত সভাপতি।

বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতা মিলন বিভিন্ন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংগেও জড়িত। স্কুল জীবনে ভালো ব্যাডমিন্টন ও ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ৭৩-৭৪ সনে ঢাকায় ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট প্রতিযোগিতায় জনাব মিলন চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেন। এছাড়াও শিক্ষা সফরে তিনি শ্রীলংকা, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন গত দু'বছরে। জনাব মিলন বিজ্ঞান ভবনে কৃষি অনুষদ বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক হিসাবেও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

আর্ত-মানবতার সেবায় :

ছাত্র কল্যাণ ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণে জনাব মিলন সব সময়েই একজন অগ্র-সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। '৭৪ এর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের দরুন বাংলাদেশের মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে সময় তার নিজ এলাকা মানিকগঞ্জে ব্যাপকভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। এতে করে সহস্রাধিক মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে দীর্ঘ সময় দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে মিলন ভাই :

১৯৮০ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্রদের শিক্ষা সফর কর্মসূচীকে সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য সম্মিলিত চাপ সৃষ্টি হলে শিক্ষা সফরের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। তার নেতৃত্বে নেপালের মৃত্তিকা গবেষণাগার সহ কাটমুণ্ডুর মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গবেষণার বিষয়বস্তুর উপর বাংলাদেশের গবেষকদের মান-উন্নয়ন সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা চালান। এতে সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। পরে পাকিস্তান, ভারত ও কাশ্মীর সফর করেন। সেখানেও তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দান অব্যাহত ছিল।

রাজনৈতিক সফর :

দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি থানা হেড কোয়াটার সহ হাজার হাজার গ্রামে তার রাজনৈতিক সফর অব্যাহত রয়েছে। এক দশক যাবত এ সফরে মিলন ভাই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণের সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে ছাত্র সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলো তার চোখে ধরা পড়েছে। শহীদ জিয়ার একান্ত সহচার্যে মিলন ভাই একজন কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষরূপে আত্ম প্রকাশ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবন :

মিলন ভাইয়ের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত সহজ, সরল ও কোমল প্রকৃতির। সদাহাস্য, সদালাপী, এই মানুষটি ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়ার বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী, নিষ্কলুষ তার ব্যক্তিগত জীবন।

আমরা মনে করি মিলন ভাই ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক সমর্থন পাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

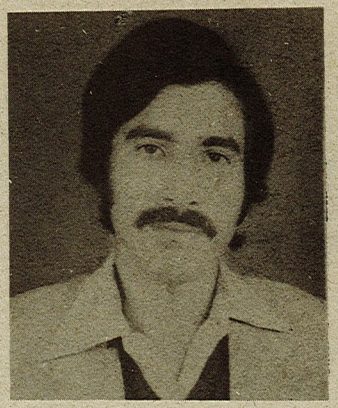

নজরুল ইসলাম আকন্দ

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—২২

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, সমাজ ও সভ্যতাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুটি কয়েক প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম আমাদের মনের মনিকোঠায় শ্রদ্ধার আসন মূহুর্তে বিদ্যুতের বেগে দখল করে নেয়। সেই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে যেয়ে, যে গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায় 'ডাকসুর' সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নজরুল ভাই তাঁদের পদাঙ্কনুসারী বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের কাছে মনে হয়েছে। সূর্য্যদ্বয়ের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা লক্ষ্য করে যেমন দিনের আবহাওয়া কেমন যাবে বুঝা যায়, তেমনি নজরুল ভাইয়ের শৈশব কালে অনুধাবন করা গিয়েছিল ভবিষ্যতের আলোক বার্তাবাহী একজন কিশোর সৈনিক হিসাবে। শুধু চুপ-চাপ লেখা-পড়াটাই তার স্বভাব ছিলনা, পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলাও ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ কাজ।

নজরুল ভাই ষাটের দশকের প্রথম দিকে বরিশালের পিরোজপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় বৃত্তি-লাভের সম্মানে সম্মানিত। তিনি স্থানীয় হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত এস, এস, সি, পাশ করে ঢাকা কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন। নজরুল ভাই ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ থেকে এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে STAR MARKS সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারী বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের VARONISH STATE UINVERSITYতে গমন করেন।

ব্যতিক্রমধর্মী বিকাশমান চিন্তার অধিকারী কঠোর দেশ প্রেমিক ও চরম জাতীয়তাবাদী সৈনিক নজরুল ভাই VARONISH UNIVERSITY-তে রুশ ভাষা ও সাহিত্যের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করেন। তার মূল গবেষণার বিষয় ছিল 'ইতিহাস' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নজরুল ভাইয়ের গবেষণার বিষয় নির্ধারিত করেন 'রুশ বিপ্লবের ইতিহাস'। তিনি রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের উপর গবেষণার পরিবর্তে বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার দাবী পেশ করলে কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখান করেন। নজরুল ভাইয়ের চেনাবোধের উপর আঘাত হানলে তিনি বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভের অনল প্রবাহ বুকে ধারন করে প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে সেই শিক্ষা-বর্ষেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন।

নজরুল ভাই বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র। স্কুল জীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন নির্ভীক সৈনিক হিসাবে নিজেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর মানবীয় সত্তাকে সর্বতোভাবে দূর্নীতিবাজ দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবিচল রেখেছেন।

১৯৭৫ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংগণে নজরুল ভাইকে সবাই জানে একজন নির্ভীক, আত্ম-প্রত্যয়ী, সত্যবাদী ছাত্রনেতা হিসাবে। শহীদ জিয়ার দেশ গঠনের ডাকে নজরুল ভাই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে প্রথম সাড়া দেন। শহীদ জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচী ভুক্ত, খাল-খনন, গণশিক্ষা কর্মসূচীসহ বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। একদিকে নিজের লেখা-পড়া অন্যদিকে জাতীয় সমস্যা সহ ছাত্র সমাজের সমস্যা সমাধান কল্পে রাতের পর রাত জেগে যে ব্যক্তিটি বিভিন্ন মহলের মতামত শ্রবণ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে শরীরিক ও মানবিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, সে হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের কাছে অতি পরিচিত নাম জনাব নজরুল ইসলাম।

সরকারী কোন কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করতে না পারায় তিনি বারবার সাধারণ ছাত্রদের নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। মতামত চেয়েছেন এবং পরবর্তীতে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁৗছাতে সহযোগিতা করে আসছেন সেই নেতা ডাকসু নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন।

নজরুল ভাই জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় সংসদের দু'বার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দু'বার আহবায়ক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করে চলেছেন। মিষ্টভাষী, সদালাপী, তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন, ধৈর্যশীল অমায়িক এবং অনলবর্ষী বক্তা নজরুল ভাই ডাকসু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের দোয়া প্রার্থী।

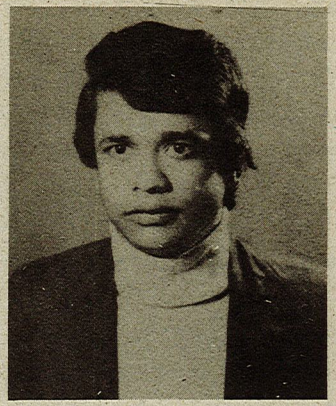

গোলাম মোস্তফা

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী

শেষপর্ব, ইতিহাস বিভাগ

ব্যালট নং—১৬

আমরা দলের পক্ষ থেকে ডাকসুতে এ, জি, এস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য **গোলাম মোস্তফাকে** মনোনয়ন দান করেছি।

মিষ্টভাষী, সদালাপী, কঠোর পরিশ্রমী ও সুদর্শন মোস্তফা (মিঃ নারায়ণগঞ্জ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম, এ শেষ পর্বের ছাত্র। বাংলাদেশের রাজনীতির জটিল অবস্থার শিকার হয়েও মোস্তফা বি, এ (অনার্স) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্র জীবনের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং সর্বপরি দেশপ্রেমের স্বার্থক উদাহরণ **"মোস্তফা"** নামটি, ছেলেটির জন্য ঐতিহাসিক ভাবে প্রত্যাশিত।

ষাটের দশকের শেষ দিকে গোলাম মোস্তফা কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে জন্ম গ্রহন করে। শিক্ষা জীবন শুরু হয় মতলব হাই স্কুল থেকে। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলায় সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। মতলব হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ১ম শ্রেণীতে পাশ করে নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজে আই, এস-সিতে ভর্তি হয়ে রাজনীতি ও সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজে অধ্যয়ন কালে দেশপ্রেমের চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ মোস্তফা দীর্ঘ সময় প্রগতিশীল অন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। স্বৈরাচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে তারুণ্যে দেদীপ্যমান মোস্তফা। নারায়ণগঞ্জ সখা বডী-বিল্ডিং ক্লাবসহ অনেকগুলো যুব-প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলে। ১৯৭৭ সালে শরীর গঠন প্রতিযোগীতায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও **সুন্দরতম** পুরুষ হিসাবে নির্বাচিত হয় এবং **মিঃ নারায়ণগঞ্জ** উপাধিতে ভূষিত হয়। কলেজে অধ্যয়ন কালে বি, সি, সি (বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর) এর অধিনায়ক (ক্যাপ্টেন) নিযুক্ত ছিল।

কলেজ জীবন শেষ করে মোস্তফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ, অনার্স ইতিহাস ক্লাশে ভর্তি হয়ে শহীদ জিয়ার দেশ গঠনের ডাকে সাড়া দেয়। ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচিত হয়। ছাত্র দলের ৩ (তিন) বৎসরের পরিব্যাপ্তির ইতিহাস, মোস্তফার মত সংগঠক ও নেতাদের ত্যাগ তিতিক্ষার ও কর্মফলের প্রতিফলন। মোস্তফা বর্তমানে ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী।

আগামী দিনের প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং দীপ্ত কণ্ঠস্বর হিসাবে নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে মোস্তফা আপনাদের সকলের দোয়া প্রার্থী।

অগ্রযাত্রার পথে **মোস্তফা** আমাদের চিরসাথী।

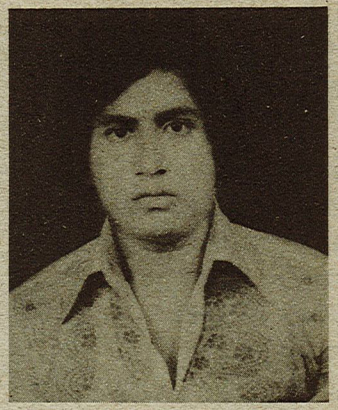

এনামুল হক মিলন

মিলনায়তন সম্পাদক পদপ্রার্থী

তৃতীয় বর্ষ সম্মান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

ব্যালট নং—১৫

এনামুল হক মিলন ১৯৫৭ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব থানার অন্তর্গত কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের খাসহাওলা নামক গ্রামে এক মসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই খেলাধূলা এবং সৃজনশীল কর্মের প্রতি খুবই উৎসাহী। বাস্তবজগতে মিষ্টিভাষী ও বিনয়ীভাব তাঁর চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে পদার্পন। ১৯৭০ সনে সিলেট জেলার বানিয়াচঙ্গ এল, আর হাই স্কুলের অখণ্ড ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশ মাতৃকা রক্ষার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ইনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্মুখ সমরে পাক হানাদার বাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় পরাস্ত করার মাধ্যমে বিপুল সাহসিকতার পরিচয় দেন। ৭২ থেকে ৭৫ তৎকালীন আওয়ামী বাকশালী স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সর্বদাই সোচ্চার যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন প্রাইভেট বাহিনী নামে খ্যাত রক্ষীবাহিনীর রোষানল থেকে তিনি রাদ পড়েননি।

১৯৭৩-এ কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সনে কৃতিত্বের সহিত সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয় হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন। রাজনৈতিক ভাবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সচেতন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক

হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৯ এ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঠিক রাজনীতির প্রতি আকর্ষিত হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের জন্মলগ্ন থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। কলেজ জীবনে তিনি হল এবং কলেজের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কর্মে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়ে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। পুরাতন ঢাকার মিডফোর্ড এলাকায় অবস্থিত বঙ্গবীর শরীরচর্চালয়ের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে খুবই পরিচিত। জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালে 'আজমল হল' ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় ১৯৭৭ সনে তিনি চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেন।

এনামুল হক মিলন বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুর্ভেদ্য দুর্গ শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে অধ্যায়নরত এনামুল হক মিলন আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে মিলনায়তন সম্পাদক পদপ্রার্থী হিসেবে যোগ্যতার ভিত্তিতে আপনাদের সচেতন বিবেকের রায় একান্ত ভাবে কামনা করে।

মোঃ এহসানুল কবীর (মিঠু)

বিজ্ঞান মিলনায়তন
সম্পাদক পদপ্রার্থী
তৃতীয় বর্ষ (সম্মান)
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ

ব্যালট নং—১৬

মোঃ এহসানুল কবীর (মিঠু) ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বরিশালের ছাত্র রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানে ১৯-দফা কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। রাজনীতি ছাড়াও তিনি একজন প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত। তিনি বরিশাল জেলা যুব দলের পক্ষে দুইবার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক পদে আপনার মূল্যবান রায় চায়।

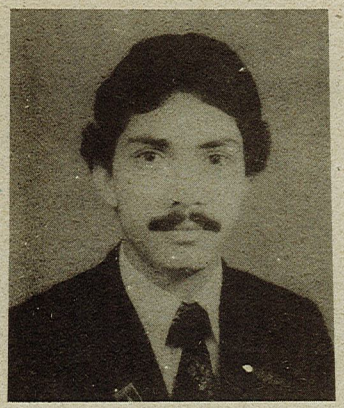

মোঃ আবুল হোসেন (হাসান)

ক্রীড়া সম্পাদক
চতুর্থ বর্ষ, আইন

ব্যালট নং—৪

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে সুপরিচিত একটি নাম হাসান। হাসান শৈশব কাল থেকে খেলাধূলা করে আজ পর্যন্ত তার খেলোয়াড় সুলভ মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন। সে জাতীয় পর্যায়ের খেলাধূলায় বহুবার অংশ গ্রহন করে তার দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় টিমের নেতা হিসাবে অংশ গ্রহন করেন। ১৯৭৬ সালে হাসান ঢাকার তীতুমীর কলেজ বার্ষিক ক্রীড়া চ্যাম্পীয়ান হওয়ায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বি, জে, এম, সির নিয়মিত ক্রীড়াবিদ।

১৯৭৯-৮০ সালে মহসীন হল ক্রীড়া চ্যাম্পীয়ানশীপ লাভ করেন। বর্তমানে হাসান মহসীন হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ক্রিড়া সম্পাদক। হাসান খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায় অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠাবান তরুন।

গোলাম মাওলা মানিক

সম্পাদক, সমাজসেবা পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—৮

আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে সম্পাদক, সমাজসেবা পদে আমরা এমন এক ব্যক্তিত্বকে মনোনয়ন দিয়েছি যিনি প্রানোচ্ছোলতায় চঞ্চল। কর্মোদ্দীপনায় প্রদীপ্ত এবং উদার বন্ধুত্বে উদবেলিত সদাহাস্যময়, সদালাপী, সুদর্শন, ধর্মপ্রাণ এই যুবক নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানায় জন্মগ্রহন করেন।

ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা, সমাজসেবা ও ক্রীড়াঙ্গনে গোলাম মওলা মানিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বহুবার। বয়োঃপরিক্রমায় পদে পদে তার প্রতিভা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৭১ সালে নোয়াখালী সেনবাগ থানার দক্ষিণ ইয়াবপুরস্থ শিক্ষা সংঘের সভাপতি হিসেবে তার নেতৃত্বের প্রথম বিকাশ ঘটে। এরপর ১৯৭৩ সালে খুলনা আজম খান বিশ্ববিদ্যালয় কমার্স কলেজের ছাত্র সংসদের সদস্য, ১৯৭৯-৮০ সালে কবি জসিম উদ্দীন হলের ছাত্র সংসদের সদস্য ও পরে কার্যকরী সহ-সভাপতি এবং ১৯৮০-৮১ সালে একই হলে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তার নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রাখেন।

সমাজ সেবক হিসেবে গোলাম মাওলা মানিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীন লিও ক্লাবের সভাপতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শীলা সংসদের বর্তমান পরিচালক।

তার বহুমুখী কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারী প্রতিনিধি দলের ছাত্র সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৮০ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকারের আমন্ত্রনে দুবাই, আবুধাবী, আজমান, খারজা প্রভৃতি স্থান সফর করেন।

আসুন, আমরা সবাইমিলে মানিক ভাইকে ডাকসুর সম্পাদক, সমাজসেসেবা পদে নির্বাচিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের সমস্যা সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সমাধানের গুরুদায়িত্ব অর্পন করি।

জেসমিন নাহার জলি

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—৩

জেসমিন নাহার জলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন কৃতি ছাত্রী। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ফরিদপুর জেলার বিলমাহমুদ পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। তিনি এস, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত গার্হস্থ অর্থনীতিতে এবং এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় আই, এস পলিট্যাকনিক্যাল কলেজ হতে বাণিজ্য বিভাগে স্টার মার্ক সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

তিনি স্কুল জীবন থেকেই বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংগে জড়িত। কলেজ ছাত্রী থাকাকালীন অবস্থায় তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে যে গৌরব অর্জন করেছিলেন তা আজো অব্যাহত রয়েছে। বিভাগীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম সারির সংগীত পরিবেশনকারী হিসাবে পরিচিতা। এছাড়া বন্ধু-বান্ধবী মহলে প্রধানতঃ জলি আপা নামেই অধিক পরিচিতা।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বে ১৯ দফা কর্মসূচীর এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের উদ্দেশ্য কর্মসূচী সর্বপরি সংগঠনটির গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ছাত্রদলে যোগ দেন।

তিনি ফরিদপুর শহরের আমান মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী ও কলেজ ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা হিসাবে নিপুন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া বর্তমানে তিনি জাতীয় যুব মহিলা দলের ফরিদপুর শাখার সদস্যা।

এই যোগ্যতমা প্রার্থী হিসাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদে জেসমিন নাহার জলিকে মনোনয়ন দান করেছে।

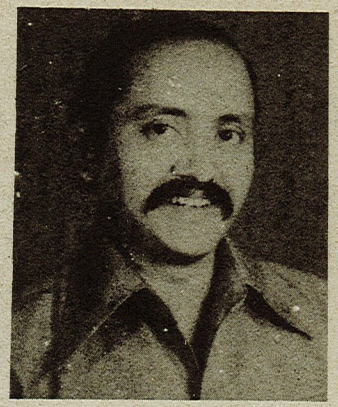

তপন চন্দ্র মজুমদার

সম্পাদক, সামাজিক আপ্যায়ন

ব্যালটনং—৯

তপন মজুমদার ১৯৫৬ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর এক গোধুলী লগ্নে নোয়াখালীর ফেনী থানার অন্তর্গত লেমুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ১৯৭০ সালে ২ বিষয়ে লেটার সহ কৃতিত্বের সাথে মানবিক শাখায় এস, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গণ-অভ্যুত্থানের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে তিনি স্কুলের ছাত্র হিসাবেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ফেনী সরকারী মহাবিদ্যালয় হতে মানবিক শাখায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ফেনী মহকুমা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং নোয়াখালী জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রবেশ করেন। সব সময়ই তিনি ভ্রান্ত ও তাবেদারী রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। ছাত্র সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের সংগ্রামী কাফেলায় তপন মজুমদার একটি পরিচিত নাম। ১৯৭৭ সালে তিনি ২য় শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে অর্থনীতিতে বি, এ (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার বন্যা প্লাবিত এলাকায় তার কর্মতৎপরতা খুবই প্রশংসনীয়। উনি একজন নাট্যামোদী এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটক পরিচালনা ও নির্বাহ করেছেন। সমসাময়িক কবিতা লেখায়ও তার হাত রয়েছে। ১৯৭৮/৭৯ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে অর্থ শাস্ত্রে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিপ্লোমার ছাত্র। মহান মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয়তাবাদী নেতা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জগন্নাথ হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক হিসাবে ছাত্র সমাজকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত হল শাখা ছাত্র দলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

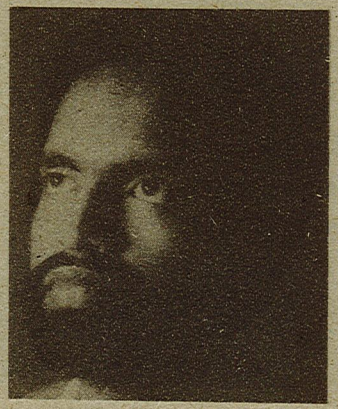

শামসুজ্জামান দুদু

সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—১৭

শামসুজ্জামান দুদু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র। স্কুল জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েন। এস, এস, সি-তে অধ্যায়ন কালে তিনি চুয়াডাঙ্গা শহর বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের বৎসর চুয়াডাঙ্গা মহকুমা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। ঐ সময় মুজিবের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। যার প্রেক্ষিতে '৭৪ সনে গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ কারা নির্যাতন ভোগ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন থেকে রাজনৈতিক কারণে পদত্যাগ করেন এবং জাতীয় ছাত্র দলে যোগদেন। পরে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন।

তিনি একই সময় অধুনালুপ্ত দৈনিক বংগবার্তা, প্রাচ্যবার্তা, ভারতের সাপ্তাহিক ফ্লাস পত্রিকাতে নিজস্ব সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন। চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সৈনিক, শেষ কথা, গণমুক্তি, চেতনা ইত্যাদি সংকলন সম্পাদনা ছাড়াও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক 'শাপলা'র সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

'৭৯-র জানুয়ারীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহ্বায়ক কমিটি গঠন হলে তিনি সেই কমিটির অন্যতম কেন্দ্রীয় সদস্য মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির পরপর দু'বার গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে পার্টির পত্রিকা 'প্রকারে' সম্পাদক।

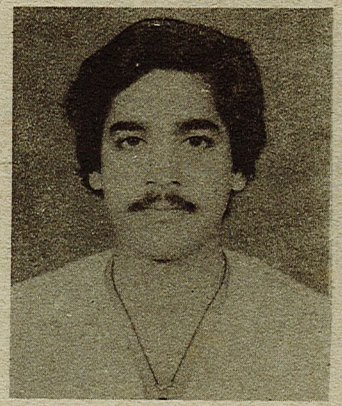

মোঃ মফিকুল হাসান (তৃপ্তি)

তৃতীয় বর্ষ (সম্মান)
মৃত্তিকা বিজ্ঞান
সদস্য পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—১১৯

অদ্ভুত প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর, উজ্জ্বল ও মোহনীয় আচরণের অধিকারী। এই তরুণ যে কাউকেই অন্তরঙ্গ করে ফেলে অতি স্বল্প সময়ে। তার এই অন্তরঙ্গতায় তিনি প্রিয় অনেকের কাছে, পরিচিত ও আলোচিত সকলের মাঝে। মধুর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হাসিমুখ, সদা কর্মচঞ্চল তৃপ্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই এক নামে চেনেন।

স্কুল জীবনেই মফিকুল হাসান তৃপ্তি জড়িত ছিলেন বিভিন্ন ক্লাব ও সমাজ সেবামূলক সংগঠনের সাথে। ছাত্র রাজনীতির সাথেও জড়িয়ে পড়েন তখন থেকেই। প্রতিভার স্ফুরণ তার বহুমুখী। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক এমন কি খেলা ধূলায়ও পুরস্কার লাভ করেছেন একাধিক বার। যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তৃপ্তি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় এবং বিভিন্ন ছাত্র সমস্যার নির্ভরযোগ্য একটি নেতৃত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসেও তিনি হল ও বিভাগের যে কোন ছাত্র সমস্যা কিম্বা অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। স্বভাবসুলভ নেতৃত্বের অধিকারী তৃপ্তির রয়েছে চমৎকার সাংগঠনিক ক্ষমতা। এই গুনাবলীকে তিনি আরও বিকশিত করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সলিমুল্লাহ হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এ, জি, এস এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য মফিকুল হাসান তৃপ্তি অনন্য।

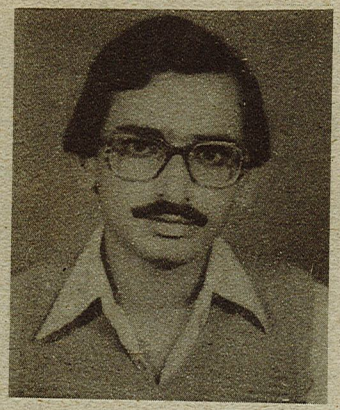

মোঃ ইমাম মেহেদী চৌধুরী (এনাম)

সদস্য পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—৯৩

সিলেট জেলার ছাত্র সমাজ যে নামটি এক ডাকে চিনে সে হলো এনাম ভাই। এনাম ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের মাঝেও তাঁর রাজনৈতিক সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। ১৯৫৫ সালে সিলেটের কুলাউড়ায় জন্ম গ্রহন করেন। কুলাউড়া কলেজ থেকে বি, কম, পরীক্ষায় বোর্ডের মেধাতালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হন। এনাম ভাই বর্তমানে উক্ত বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র।

এনাম ভাই '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহন করে নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ চালায়ে যান। রাজনীতিতে তিনি যোগ দেন ১৯৭৭-এর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে। '৭৯-তে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠন হলে তিনি তার কেন্দ্রীয় নেতা নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য।

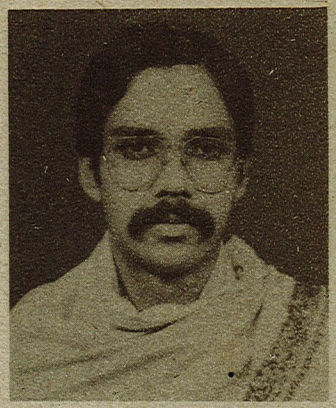

এস, এম, ফয়সল চিশ্‌তী

সদস্য পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—২৩

১৯৫৮ সালে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানায় জন্ম গ্রহণ। ছাত্র জীবন হতেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের ভাগ্যকুল হাইস্কুল হতে রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ভাগ্যকুল হাই স্কুল শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। স্কুলে অধ্যয়ন কালে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন। ১৯৭৮ সালে জাগছাত্রদল গঠন করা হলে তিনি যোগদান করেন এবং জাগছাত্রদলের সরকারী তিতুমীর কলেজ শাখার যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠন করা হলে তিনি সরকারী তিতুমীর কলেজ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং একই সাথে গুলশান থানা শাখারও সভাপতি নির্বাচিত হন। কলেজে অধ্যয়নকালে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের জন্য "সরকারী তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয় এবং তিনি তার নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও চিশ্‌তী ঢাকা অঙ্গীকার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। বর্তমানে সে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা মহানগরী শাখার সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের অন্যতম সদস্য। চিশ্‌তী বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

এস, এম, মজিবুর রহমান (মজিব)

২য় বর্ষ (সম্মান)

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ

সদস্য পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—২৪

সদালাপী, মিষ্টিভাষী, তীক্ষ্ণ মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত একটি মুখ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র যার বিচরণ, ছাত্র রাজনীতিকে আরও গৌরবময় ও সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় নিরলস এস, এম, মজিবুর রহমান (মজিব) আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে আমাদের মনোনীত সদস্য পদপ্রার্থী।

এস, এম, মজিবুর রহমান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ফজলুল হক হল শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক। তিনি কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারটি বিষয়ে লেটার সহ কৃষি বিজ্ঞান বিভাগে দশম স্থান অধিকার করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্রাহ্মনবাড়ীয়া কলেজ থেকে তিনি ১৯৭৮ সালে কৃতিত্বের সহিত বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া তিনি প্রাইমারী বৃত্তি ও জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ স্কুল শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং একই সালে স্কুল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি ছাত্রলীগ স্কুল শাখার সভাপতি নিযুক্ত হন।

কলেজ জীবনেও তিনি ছাত্র রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। এখানে তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কলেজ শাখায় সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে তার সুস্পষ্ট বিচরণ ছিল। সে একজন ভাল খেলোয়ার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রথমেই ১৯৮০ সালের ৩রা মে তে ছাত্রলীগ ফজলুল হক হল শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন। বিগত কৃষি অনুষদ আন্দোলনে এবং মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহিত খাল খনন বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে একটি উজ্জল ও সুপরিচিত মুখ।

আ, ব, ম আহসান (দীপু)

সদস্য পদপ্রার্থী

ব্যালট নং—১১

দীপু ময়মনসিংহ জেলার বীরপাইকসা গ্রামে ১৯৬০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানের তৃতীয় (সম্মান) বর্ষের ছাত্র। সে ১৯৭৫ সালে বরিশাল জেলা স্কুল হতে এস, এস, সি পরীক্ষায় (বিজ্ঞান) ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭ সালে যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি একাগ্রচিত্তে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত রয়েছেন। রাজনীতিতে অত্যন্ত সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তরুন দীপু।

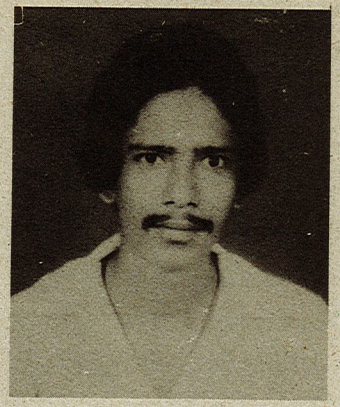

মোঃ আবদুস সালাম
সদস্য পদপ্রার্থী
ব্যালট নং—৭৯

আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ সম্মান লোক প্রশাসক বিভাগের ছাত্র। তিনি ১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একাধারে ক্লাসে ১ম হয়ে এসেছেন। ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালে বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষায় দু'বারই ১ম গ্রেডের বৃত্তি লাভ করেছেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অতীত ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সদা হাস্যময়, সদালাপী সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই অনেক বন্ধুকে সে অত্যন্ত আপন করে নিয়েছেন। তিনি রাজনীতিতে নতুন আগমন করলেও, ইতি-পূর্বে কলেজের ছাত্র হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সংগে জড়িত থেকে সমাজসেবামূলক কাজে যোগদান করেছেন।

সালাম পাবনা জেলার একজন কৃতি ছাত্র হিসাবে পরিচিত। বড়দের স্নেহ-ধন্য সালাম রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

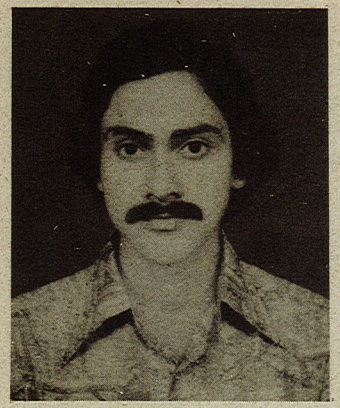

মোঃ হুমায়ুন কবীর (কবীর)
সদস্য পদপ্রার্থী
ব্যালট নং—১৪৩

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠনের সাথে যে কয়জন উল্লেখযোগ্য নেতা জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে হুমায়ুন কবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। হুমায়ুন কবীর ১৯৫৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কুমিল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে চাঁদপুর গভর্নমেন্ট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি, পাশ করেন। কলেজ জীবন শেষ করেন চাঁদপুর সরকারী কলেজ থেকে। ১৯৭৯ সালে হুমায়ুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কিশোর বেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে প্রতিনিধিত্ব করেন। স্কুল সংসদে প্রথমে সহ-সাধারণ সম্পাদক পরে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাগ-ছাত্রদলের জেলা আহবায়ক হিসেবেই ছাত্র-রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরে চাঁদপুর জেলা শাখার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

নেতৃত্বের দিক দিয়ে হুমায়ুন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সাহসী ও কর্তব্য পরায়ন ব্যক্তিত্ব।

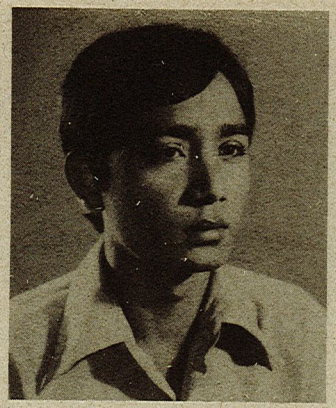

ইউসুব আলী মিয়া

সদস্য পদপ্রার্থী

এম, এস, এস (অর্থনীতি) পরিক্ষার্থী

ব্যালট নং—১৩

ইউসুব আলী মিয়া ১৯৫৬ সালে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরে জন্মগ্রহন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি একজন কৃতিছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে এস, এস, সি ও ১৯৭৫ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। এবং ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অর্থনীতি অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৮০ সালে অনার্স পাশ করেন। বর্তমানে তিনি এম, এস, এস (অর্থনীতি) পরীক্ষার্থী।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথমেই তিনি পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়নে যোগদেন। তিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ১৯৭৩ সালে জাতীয় ছাত্রদলে যোগদান করেন। সেখান থেকে দীর্ঘ দিন রাজনীতি করার পর তিনি মরহুম জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী দলের অংগ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে সংগঠনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহু প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার নিকট থেকে রাজনীতি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

তিনি আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে মিলন-নজরুল পরিষদের কার্যকরী সংসদের সদস্য পদপ্রার্থী।

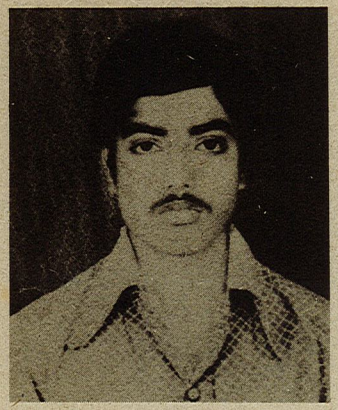

ফোরকান আহাম্মদ

সদস্য পদপ্রার্থী

শেষ পর্ব এম, এ বাংলা বিভাগ

ব্যালট নং—৪৮

ফোরকান উদ্দীন আহাম্মদ (খোকন) কুমিল্লা জেলার মুরাদ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের জন্মকাল থেকে তিনি সংগঠনের কাজ অত্যন্ত বিশ্বস্থ তার সাথে চালায়ে যাচ্ছেন। ফোরকান বন্ধু-বৎসল সদালাপী ও প্রাণ চঞ্চল একজন মেধাবী ছাত্র। ১ম শ্রেণী থেকে এইচ, এস, সি, পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় ফোরকান সরকারী বৃত্তিলাভ করেছেন। কুমিল্লা বোর্ড থেকে এস, এস, সিও এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় ১ম বিভাগে যথাক্রমে ৭ম ও ১২তম স্থান লাভ করেছেন।

ফোরকান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। তাকে আমরা সদস্যপদে মনোনয়ন দান করেছি। সে আপনাদের রায় প্রত্যাশী।

* পরিচয়পত্র সাথে আনবেন।

* সকাল ৮টা থেকে ২টার মধ্যে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু ও শেষ হবে।

* প্রার্থীর ডান পার্শ্বে 'X' চিহ্ন দিন।

আবুল কাশেম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ডাকসু নির্বাচন পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সম্পাদনায়ঃ এন, এম, মুজাহিদ আলী সন্টু, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদ।